DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 13 Nov 2026, 03:32 PM

আন্তর্জাতিক

আগামী বছরও কেন বাড়তে পারে গরম, বিজ্ঞানীরা দিচ্ছেন যে সতর্কবার্তা

প্রতিবেদক: ঢাকা প্রোব ডেস্ক
প্রকাশের তারিখ: মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর ২০২৬, ০৭:৩২ AM



দীর্ঘস্থায়ী শুষ্ক আবহাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ভুট্টাখেত। ছবিটি ২৪ জুলাই ২০২৬ সালে এল সালভাদরের টাকুবা থেকে তোলা। ছবি: রয়টার্স

২০২৬ সালও বিশ্বের উষ্ণতম বছরগুলোর তালিকায় স্থান পেতে যাচ্ছে। বছর শেষ হলেও তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা থেকে দ্রুত স্বস্তি মিলবে না বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। বরং দীর্ঘদিনের বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শক্তিশালী এল নিনো। এর প্রভাবে আগামী বছরও বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকতে পারে। পাশাপাশি বাড়তে পারে খরা, বন্যা ও তাপপ্রবাহের মতো চরম আবহাওয়ার ঝুঁকি।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ডব্লিউএমও) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন আশঙ্কার কথা উঠে এসেছে। স্টেট অব দ্য ক্লাইমেট আপডেট ২০২৬ শীর্ষক প্রতিবেদনটি ৯ নভেম্বর কপ৩১ জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে সংস্থাটির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগরে চলমান এল নিনো পরিস্থিতি ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। ডব্লিউএমওর মহাসচিব সেলেস্তে সাওলো বলেছেন, পর্যবেক্ষণের ইতিহাসে এবারের এল নিনো অন্যতম শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়া বাড়তি তাপ আগামী বছরও বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

এল নিনো যেভাবে বাড়ায় তাপমাত্রা

এল নিনো নতুন করে পৃথিবীতে তাপ তৈরি করে না। বরং প্রশান্ত মহাসাগরে জমা থাকা তাপের একটি অংশ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দেয়। এতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যায়। একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিক ধরনেও পরিবর্তন আসে।

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ও পূর্ব বিষুবীয় অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি স্বাভাবিকের তুলনায় অস্বাভাবিক উষ্ণ হয়ে উঠলে তাকে এল নিনো বলা হয়। এর প্রভাবে বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে যায়। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাইরেও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এর প্রভাব পড়ে। কোনো অঞ্চলে দেখা দেয় খরা, কোথাও অতিবৃষ্টি ও বন্যা, আবার কোথাও বাড়ে তীব্র তাপপ্রবাহের আশঙ্কা।

ডব্লিউএমওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের শুরুর দিকে লা নিনা পরিস্থিতি শেষ হওয়ার পর প্রশান্ত মহাসাগরের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পানির তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে শুরু করে। এল নিনো পর্যবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত একটি অঞ্চলে মার্চে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দীর্ঘমেয়াদি গড়ের তুলনায় শূন্য দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ দশমিক ৫ ডিগ্রিতে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এই ব্যবধান ৩ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তাপমাত্রার এই তুলনায় ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সালের গড়কে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে।

তবে এল নিনোর শক্তির ওপর নির্ভর করেই সব অঞ্চলের আবহাওয়ার পরিবর্তন নির্ধারিত হয় না। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অংশে কখন তাপমাত্রা বাড়ছে, বছরের কোন সময় এবং অন্যান্য আবহাওয়াগত পরিস্থিতি কেমন এসব বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া কোনো অঞ্চলের অবকাঠামো, জনবসতি ও দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এল নিনো

এল নিনোর প্রভাব এমন এক সময়ে সামনে আসছে, যখন মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোসহ বিভিন্ন কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। এসব গ্যাস পৃথিবীর তাপ আটকে রাখছে। এর সঙ্গে এল নিনোর প্রভাব যুক্ত হলে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে।

ডব্লিউএমওর হিসাব অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের গড় ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা শিল্পপূর্ব সময়ের গড়ের চেয়ে প্রায় ১ দশমিক ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। এ কারণে বছরটি রেকর্ডের উষ্ণতম বছরগুলোর একটি হতে যাচ্ছে। সংস্থাটির মহাসচিবের ভাষ্য অনুযায়ী, পর্যবেক্ষণের ১৭৭ বছরের ইতিহাসে গত চার বছর ছিল সবচেয়ে উষ্ণ।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য সূচকও উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে। ২০২৫ সালে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের ঘনত্ব রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছায়। চলতি বছরের তাৎক্ষণিক পরিমাপেও এসব গ্যাসের ঘনত্ব বাড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে ২০২৫ সালে মহাসাগরে সঞ্চিত তাপের পরিমাণও নতুন রেকর্ড গড়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালেও সমুদ্রের উষ্ণতা বাড়ছে।

স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তায় বাড়তি ঝুঁকি

এল নিনোর প্রভাব শুধু তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর কারণে আবহাওয়ার ধরন বদলে বিভিন্ন অঞ্চলে খরা, অতিবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা বাড়ে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে কৃষি উৎপাদন, খাদ্যনিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যে। বিশেষ করে আগে থেকেই ঝুঁকির মধ্যে থাকা অঞ্চলগুলোর পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সাল থেকে ভূগর্ভস্থ পানি, মাটি, নদী, জলাধার, হিমবাহ ও তুষারে সঞ্চিত পানির পরিমাণ বিশ্বজুড়ে কমছে। ২০২৫ সালে মূল্যায়ন করা বিশ্বের ৪২ শতাংশ এলাকায় স্থলভাগে সঞ্চিত পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কম ছিল। দীর্ঘমেয়াদি গড় হিসাবে এ হার ২৫ শতাংশ।

পানির এই ঘাটতি কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভরশীল কৃষি এবং আগে থেকেই খাদ্যসংকটে থাকা অঞ্চলগুলো বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরা ও অতিবৃষ্টির কারণে তাপজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়তে পারে। দাবানলের ধোঁয়া, বায়ুদূষণ, অপুষ্টি, খাদ্যসংকট এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনার আশঙ্কাও রয়েছে। পাশাপাশি কলেরা, ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর মতো রোগের বিস্তার বাড়তে পারে।

এল নিনোর সম্ভাব্য স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও (ডব্লিউএইচও)। সংস্থাটি প্রথমবারের মতো এ পরিস্থিতির স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিকে জরুরি অবস্থা হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে।

বিভিন্ন দেশে এর প্রভাব

ডব্লিউএমওর প্রতিবেদনে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চরম আবহাওয়ার ক্ষয়ক্ষতির চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। ইউরোপে তাপপ্রবাহ, খরা ও দাবানলের কারণে ৩০ হাজারের বেশি অতিরিক্ত মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্তত আটটি দেশে তাপমাত্রার জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। এসব দুর্যোগের প্রভাব পড়েছে কৃষি, জ্বালানি ও পরিবহন খাতেও।

চলতি বছরের এপ্রিলে ভারতের একটি তাপপ্রবাহে আনুমানিক ১৪ কোটি ৬৫ লাখ মানুষ চরম তাপের মুখে পড়ে। অন্যদিকে আগস্টের শেষ দিকে নেপালে হিমালয়ের হিমবাহ ধসে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। এতে ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। দেশটির অর্থনীতিতেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি বড় প্রভাব পড়ছে হিমবাহের ওপর। ডব্লিউএমওর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিশ্বের হিমবাহগুলো ৪০০ গিগাটনের বেশি বরফ হারিয়েছে। এতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ১ মিলিমিটার বেড়েছে।

বরফ গলার পরিমাণ বোঝাতে প্রতিবেদনে একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে হিমবাহ থেকে যে পরিমাণ বরফ গলেছে, তা দিয়ে বছরের প্রতিটি সেকেন্ডে পাঁচটি অলিম্পিক সুইমিং পুল ভরাট করা সম্ভব হতো।

জলবায়ুর এই পরিবর্তন নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও বিদ্যুতের চাহিদার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। তাপমাত্রা বাড়লে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ে, ফলে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে খরা ও বৃষ্টিপাতের অনিয়মিত প্রবণতায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে কৃষি, স্বাস্থ্য, জ্বালানি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আগাম পূর্বাভাসের ব্যবহার বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে ডব্লিউএমও।

বাংলাদেশে কতটা গরম পড়বে

বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির এই পূর্বাভাস থাকলেও আগামী বছর বাংলাদেশে ঠিক কতটা গরম পড়বে, তা এখনই নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। ডব্লিউএমওর প্রতিবেদনে বাংলাদেশের জন্য আলাদা কোনো তাপমাত্রার পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি।

বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা মূলত দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং শক্তিশালী এল নিনোর সম্মিলিত প্রভাব নিয়ে। তাঁদের মতে, এর প্রভাব সব অঞ্চলে একই রকম হবে না। কোথাও তাপপ্রবাহ বাড়তে পারে, আবার কোথাও খরা বা অতিবৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

এ পরিস্থিতিতে নিয়মিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য আগাম প্রস্তুতি নেওয়াই সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানোর অন্যতম উপায়।

এ বিভাগের আরও খবর



১৫২ বছর পর মিসিসিপি থেকে নির্বাচিত হলেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ সিনেটর
যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যের সিনেট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থীকে হারিয়ে জয় পেয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির স্কট কোলম। তাঁর এই জয়ের মধ্য...



হেগসেথের অভিশংসন প্রস্তাব আটকে দিলেন রিপাবলিকানরা
ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে অভিশংসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কংগ্রেসের এক সদস্য। তবে প্রতিনিধি পরিষদে...



ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলায় নীরব, ইউক্রেনের ঘটনায় সরব আইএইএ প্রধান: তেহরান

ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার ঘটনায় নিন্দা না জানালেও ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মী নিহত...



মিসরে দুই ট্রেনের সংঘর্ষে নিহত ৭, আহত অন্তত ১১২

মিসরের রাজধানী কায়রোর দক্ষিণে দুই ট্রেনের সংঘর্ষে অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১১২ জন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই ট্রেনের...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://dhakaprobe.com/international/agami-bchhro-ken-barte-pare-grm-bijnanira-dichchhen-je-strkbarta